গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের গণশুনানি বেআইনি

গ্যাসের দাম বাড়ানোর পাঁয়তারা বন্ধের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে
১০ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ শেষে মিছিল

গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ১০ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জোটের সমন্বয়ক বাসদ নেতা কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। বক্তব্য রাখেন সিপিবি সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, আজিজুর রহমান, জহিরুল ইসলাম, মনিরুদ্দীন পাপ্পু, হামিদুল হক, লিয়াকত হোসেন ও রুহিন হোসেন প্রিন্স ও আকবর খান।

নেতৃবৃন্দ জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাম গণতান্ত্রিক জোট গ্যাসের অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলছে, আপনারাও প্রতিবাদে শামিল হোন। সরকারকে দাম বাড়ানোর প্রক্রিয়া বন্ধ করতে বাধ্য করতে আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। উল্লেখ্য, গ্যাসের দাম বৃদ্ধির ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদের চট্টগ্রাম, রংপুর, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, বরিশাল, বগুড়া, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন থানায় কর্মসূচি পালিত হয়।

গ্যাসের দাম বাড়ানো অযৌক্তিক
এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের গণশুনানি বে আইনি

গ্যাসের অযৌক্তিক দাম বাড়িয়ে জনগণের পকেট কাটার সুযোগ দেয়া হবে না। কোন নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে সরকার আবারও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছে। আইন অনুযায়ী মূল্যবৃদ্ধি করতে হলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব করতে হয়। সেখানে গণশুনানির পর ৯০ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত হবে মূল্যবৃদ্ধি হবে কিনা। কিন্তু গণশুনানির আগেই বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রীসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে বলা হচ্ছে গ্যাসের দাম বাড়ানো হবে। গণশুনানিতে অংশ নিয়ে বাসদ, গণতান্ত্রিক বাম জোট ও ভোক্তা অধিকারের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে, কেন গ্যাসের দাম বাড়াতে হবে?

দেশের ৬টি গ্যাস বিতরণ কোম্পানির প্রতিটি-ই তো মুনাফা করছে, দেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস বিতরণ কোম্পানি তিতাস গ্যাস তার শেয়ার হোল্ডারদের ২৫ শতাংশ লভ্যাংশ দিচ্ছে, ২০১৭-১৮ সালে মুনাফা করেছে ৪৫৩ কোটি টাকা; ২০১৮-১৯ সালে মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা ৭৩৪ কোটি টাকা। বাকি ৫টি কোম্পানিও মুনাফা করছে, কেউ লোকসানে নাই, তাহলে মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব তো বেআইনি। আইনে আছে লোকসান দিলে দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব করা যাবে। এক অর্থবছরে একবারের বেশি মূল্য নির্ধারণ করা যাবে না বলেও আইনে যে বিধান আছে তাও লঙ্ঘন করা হলো দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়ে। আর এই প্রস্তাব গ্রহণ করে বিইআরসি নিজেই নিজের আইন লঙ্ঘন করলো। অথচ বিইআরসি'র দায়িত্ব ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা করা। কিন্তু আমরা দেখছি বিইআরসি ভোক্তাদের নয়-গণশুনানির নামে সরকারের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের শুনানি করছে। গত ১১ থেকে ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে দাম বৃদ্ধির যৌক্তিকতা এবং বিশেষজ্ঞদের প্রশ্নের কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারেনি কোম্পানিসমূহের প্রতিনিধিগণ। তারপরও গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করছে কোম্পানিগুলো।

গ্যাসের দাম বাড়ালে তা হবে গণশুনানির নামে গণপ্রতারণা

৩১ জানুয়ারি তিতাস গ্যাস কোম্পানি বিইআরসি-কে চিঠি দিয়ে জানালো তারা বিদ্যুৎ, সার, ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, বাণিজ্যিক, সিএনজি ও গৃহস্থালি ক্ষেত্রে গড়ে ৬৬ শতাংশ দাম বাড়াতে চায়। কিন্তু গণশুনানির ৪ দিন পূর্বে ৭ মার্চ তারা জানালো গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পুনর্বিবেচনা করতে হবে। বিদ্যুতে ২০৮ শতাংশ, সারে ২১১ শতাংশ, ক্যাপটিভ পাওয়ারে ৯৬ শতাংশ, শিল্পে ১৩২ শতাংশ, বাণিজ্যিক ৪১ শতাংশ, সিএনজি-তে ৪১ শতাংশ এবং গৃহস্থালি খাতে ৮০ শতাংশ দাম বাড়াতে হবে; অর্থাৎ গড়ে ১০২.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব তারা দিয়েছিল। কিন্তু গণশুনানিতে তাদের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা তারা প্রমাণ করতে পারেনি। গৃহস্থালি সংযোগের ক্ষেত্রে এক চুলার গ্যাস বরাদ্দ ৮৫ ঘন মিটার এবং দুই চুলার জন্য বরাদ্দ ৯২ ঘনমিটার

কিন্তু গড়ে খরচ হয় এক চুলায় মাসে ৪৫ ঘনমিটার এবং দুই চুলায় ৫৫ ঘনমিটার। অর্থাৎ যা দাম দেয়া হয় গ্রাহক তার অর্ধেক খরচ করেন। তারপরও এক চুলায় ৭৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৩৫০ টাকা এবং দুই চুলায় ৮০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪৪০ টাকা করার প্রস্তাবের যুক্তি কী? অন্যদিকে সারা দেশে গ্যাস সরবরাহ নাই, ৩৮ লাখ গ্রাহক পাইপ লাইনে গ্যাস ব্যবহার করেন। বিপুল সংখ্যক মানুষ সিলিন্ডারে এলপিজি ব্যবহার করেন। এলপিজিতে পেট্রলের অর্ধেক খরচ কিন্তু দহন ক্ষমতা পেট্রোলের চাইতে বেশি। তাহলে ১২ কেজির সিলিন্ডারের দাম ৬০০ টাকার মধ্যেই হওয়া উচিত। কিন্তু ৬টি সিলিন্ডার ব্যবসায়ীর কাছে সারাদেশের গ্রাহকরা জিম্মি। সিলিন্ডার ১১০০-১৩০০ টাকায় কিনতে হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার নীরব কিন্তু দাম বাড়ানো এবং গ্যাস ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে সরকার দারুণ তৎপর।

সরকারের ভুল নীতি, দুর্নীতি ও লুটপাটের দায় জনগণ কেন নেবে?

দেশের গ্যাস ক্ষেত্রগুলো বিদেশি কোম্পানিকে ইজারা দেয়ার প্রতিবাদ বাসদ, তেল-গ্যাস জাতীয় কমিটিসহ অন্যান্য বামপন্থিরা শুরু থেকেই করে এসেছে। সেই যুক্তি গ্রহণ না করায় আজ দেশে গ্যাস সংকট তৈরি হয়েছে। আর এই গ্যাস সংকট মোকাবিলায় বিদেশিদের কাছ থেকে বেশি দামে গ্যাস কিনে তা আবার বেশি দামে জনগণের কাছে বিক্রি করছে সরকার। জাতীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানির প্রতি ঘনমিটারের দাম যেখানে ১.০২ টাকা, বিদেশি কোম্পানির দাম সেখানে ২.৫৫ টাকা অর্থাৎ আড়াইগুণ বেশি। এখন এলএনজি আমদানি করে গ্যাস সঙ্কট মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে অথচ বিদেশি কোম্পানিকে ইজারা দেয়া স্থলভাগ ও সমুদ্রের গ্যাসক্ষেত্র থেকে তারা গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের উদ্যোগ নিচ্ছে না। বাংলাদেশ প্রতি হাজার ঘনফুট এলএনজি আমদানি করছে ১০ ডলার দামে অথচ ভারত তা আমদানি করে ৬ ডলার দামে। বেশি দামে গ্যাস কেনা, দুর্নীতি, লুটপাট অপচয়, সব কিছুর দায় জনগণের উপর চাপিয়ে দেবার জন্যই আবারও গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সরকার। ২০১৮–১৯ সালে ভোক্তাদের কাছ থেকে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে ১ হাজার ৩৪০ কোটি টাকা এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলে ৩ হাজার ৮৬৮ কোটি টাকা নেয়া হয়েছে সে টাকা কি গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়নের কাজে লেগেছে? কেন সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় কোম্পানি বাপেক্সকে কাজ না দিয়ে বিদেশি কোম্পানিকে কাজ দেয়া হচ্ছে? এসব না করলে গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রয়োজন পড়তো না।

জনগণ মূল্যবৃদ্ধি, মেনে নেবে না। লুটপাট-দুর্নীতি ও দাম বাড়ানোর চক্রান্ত প্রতিরোধ করতে হবে

গ্যাসের দাম বাড়লে তার প্রভাব বিদ্যুৎ-পরিবহন, পানি, সার-কৃষি ও শিল্পের ওপর পড়বে। এমনিতেই দ্রব্যমূল্য, বাড়িভাড়া, শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যয় বৃদ্ধিতে জনজীবন দিশেহারা এরপর গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস উঠবে। প্রতিবাদী না হলে মানুষের নীরবতা সরকারকে স্বেচ্ছাচারী হতে সহায়তা করে। তাই পাড়ায়-মহল্লায় প্রতিবাদ সংগঠিত করতে হবে। দাবি তুলতে হবে, গ্যাস-বিদ্যুৎ পানিসহ সেবা খাতে ভর্তুকি দিতে হবে। জনগণের ট্যাক্সের টাকার সুফল জনগণকে দিতে হবে।